–

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

রেজিঃ নং-ডি এ ১৩ ❑ বর্ষ ঃ ৪৯ ❑ জানুয়ারি- ফেব্রুয়ারি ❑ ২০১৬ খ্রি. ❑ ১৮ পৌষ- ১৭ ফাল্গুন ❑ ১৪২২ বঙ্গাব্দ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

প্রধান উপদেষ্টা
মোঃ শফিকুল ইসলাম লস্কর
চেয়ারম্যান, বিএডিসি

উপদেষ্টামণ্ডলী
মোঃ মোফাজ্জল হোসেন এনডিসি
সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা)
রওনক মাহমুদ
সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)
মোহাম্মদ মাহফুজুল হক
সদস্য পরিচালক (অর্থ)
ড. মোঃ সাইদুর রহমান সেলিম
সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ)
ড. মোয়াজ্জেম হোসেন
সচিব (যুগ্মসচিব)

সম্পাদক
মোঃ তোফায়েল আহমদ
ই-মেইল : tofayeldu@yahoo.com

ফটোগ্রাফি
মোঃ আব্দুল মাজেদ
ক্যামেরাম্যান

প্রকাশক
তাহমিনা বেগম
জনসংযোগ কর্মকর্তা
৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০

মুদ্রণে
প্রিন্টোলাইন
৫১, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০,
ফোন: ৮৩২২২২১

সম্পাদকীয়

শরীরের বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ অপরিহার্য। দেহের ক্ষয়পূরণ, পুষ্টিসাধন এবং দেহকে সুস্থ ও নিরোগ রাখার ক্ষেত্রে শাকসব্জির গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের দেশের বেশিরভাগ লোকই ভিটামিন 'এ' এর অভাবে ভুগছে অথচ পাতা জাতীয় সব্জিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'এ' রয়েছে। ভিটামিন ছাড়াও খনিজ লবণের পরিমাণ শাকসব্জিতে খুব বেশি। আমাদের দেহের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান দুটি'র চাহিদার প্রায় সবটুকুই শাকসব্জি থেকে পূরণ হয়ে থাকে। রোগপ্রতিরোধ খাদ্য হিসেবে শাকসব্জির ব্যবহার প্রতিনিয়ত বেড়েই চলছে। শাকসব্জির গুরুত্ব অনুধাবন করে এ বছরই সর্বপ্রথম জাতীয় সব্জিমেলা ও সব্জি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয় ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর যৌথভাবে ১৭-১৯ জানুয়ারি, ২০১৬ আ.কা.মু. গিয়াস উদ্দিন মিলকী অডিটরিয়াম চত্বরে তিনদিন ব্যাপী এ মেলার আয়োজন করে। মেলার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল ' হরেক রকম সব্জি চাষে, সারা বছর অভাব নাশে'। সব্জিমেলায় বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত এবং বাংলাদেশে চাষকৃত সকল প্রকার সব্জি প্রদর্শন করা হয়। কৃষকসহ সর্বস্তরের জনসাধরণ যাতে সব্জি সম্পর্কিত আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও কলাকৌশল সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে ও ব্যাপকভাবে সব্জি চাষে উদ্বুদ্ধকরনের জন্যই এ মেলার আয়োজন করা হয়। মেলায় বিএডিসিসহ অন্যান্য সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। বিএডিসি অন্যান্য বীজের পাশাপাশি উন্নত মানসম্পন্ন সব্জি বীজ কৃষকদের মাঝে সরবরাহ করেছে।

ভেতরের পাতায়.....

বাংলাদেশ সবজি চাষে বিশ্বের মধ্যে তৃতীয়-কৃষিমন্ত্রী ০৩
কৃষি ক্ষেত্রে বিএডিসি'র অবদান অনস্বীকার্য ০৪
সৌদি আরব থেকে ১.৫০ লক্ষ মে.টন ডিএপি সার আমদানির চুক্তি ০৫
মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের উদ্যোগে বীজ আমদানি ও রপ্তানি বিষয়ক সেমিনার ০৬
লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলার মাধ্যমে শরীর, মেধা ও মননের উন্নয়ন ঘটাতে হবে- কৃষি সচিব.....০৭
বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে ভূগর্ভ হয়ে লবণ পানির অনুপ্রবেশ ঘটছে ০৯
পাতার মাধ্যমে ম্যাক্রো পুষ্টি উপাদান নাইট্রোজেন, ফসফেট এবং পটাশ গ্রহণ সংক্রান্ত প্রমাণক সমূহ ১১
আগামী দুই মাসের কৃষি ১৬

যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন আমরা আছি তাদের জন্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ৪৯-৫১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।
ফোন ঃ ৯৫৫২২৫৬, ৯৫৫২৩১৬, ইমেইল ঃ prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট ঃ www.badc. gov.bd

বাংলাদেশ সবজি চাষে বিশ্বের মধ্যে তৃতীয়-কৃষিমন্ত্রী

জাতীয় সবজি মেলা ২০১৬ ও সবজি প্রদর্শনীতে বিএডিসি'র স্টল পরিদর্শন করছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি, মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এমপি, সাবেক কৃষি সচিব জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষ ও বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম লস্করসহ সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তবৃন্দ

সব্জি উৎপাদনে বাংলাদেশ তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে। সবাইকে সাথে নিয়ে আমরা এ অবস্থান অর্জন করতে পেরেছি। সব্জি উৎপাদনে বাংলাদেশের মাটি এবং জলবায়ু খুবই উপযোগী। খাদ্যের পুষ্টিমান, অর্থনৈতিক গুরুত্ব, পুষ্টি নিরাপত্তা, দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান বিশেষ করে গ্রামীন নারীদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সব্জি চাষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিএডিসি বীজ উৎপাদন ও সেচকাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। কৃষকদের মাঝে উন্নত মানের বীজ সরবরাহ করছে।

গত ১৭ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে জাতীয় সবজি মেলা ২০১৬ ও সবজি প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে আয়োজিত সেমিনারে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি এসব কথা বলেন। কৃষি মন্ত্রণালয় ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর যৌথভাবে প্রথমবারের মত এ মেলা আয়োজন করে। খামার বাড়ি সংলগ্ন আ.কা.মু গিয়াস উদ্দিন মিলকী অডিটরিয়াম চত্বরে তিন দিন ব্যাপী এ মেলার উদ্বোধন করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি ও মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এমপি। সাবেক কৃষি সচিব জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষ এর সভাপতিত্বে সেমিনারে 'পুষ্টি নিরাপত্তা ও দারিদ্য দূরীকরণে বছর ব্যাপী হরেক রকম সবজি চাষ' বিষয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর ড. মো. শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো. হামিদুর রহমান। সম্মানিত অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. আবুল কালাম আজাদ। সবজি মেলার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "হরেক রকম সবজি চাষে, সারা বছর অভাব নাশে"।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, সারা বছর কম দামে সবজি পাওয়া যাচ্ছে। আমরাই সবজি চাষে প্রথম হাইব্রিড সবজি চাষের প্রচলন শুরু করেছিলাম। আজকের এমন সফলতা বলে দিচ্ছে ওই দিনের সিদ্ধান্তই সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল। এখন দেশের সবজি চাষের সফলতা শুধু আমরাই বলছিনা, সারা বিশ্ব বলছে। বিশ্ব স্বীকৃতি দিয়েছে বাংলাদেশ সবজি চাষে তৃতীয়। বর্তমান সরকার কৃষকদেরকে সব সুযোগ সুবিধা দিয়েছে। সারের দাম কমিয়েছে। সারের সংকট শক্ত হাতে আমরা মোকাবিলা করতে পেরেছি বলেই আজ সফলতা এসেছে।

মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী বলেন, বিশ্বে আমরা সবজি উৎপাদনে তৃতীয়। এ অর্জন ও সফলতাকে ধরে রাখতে হবে। বৃহৎ দুই দেশ ভারত ও চীনের পরেই বাংলাদেশ সবজি উৎপাদনের জায়গাটি অর্জন করেছে। পুষ্টির বিষয়ে যদি আমরা সচেতন করতে পারি তাহলে সবজির চাহিদা আরও বাড়বে। বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ হিসেবে সবজি রপ্তানিতে বড় সম্ভাবনা রয়েছে। রপ্তানি বাড়াতে অর্গানিক পণ্য তৈরিসহ আরও যেসব ক্ষেত্র আছে সেগুলোর প্রতি আরও বিশেষ নজর দিতে হবে।

সবজি মেলা উপলক্ষ্যে সকালে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজা থেকে র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। সবজি মেলায় বিএডিসিসহ বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি, মাননীয় পানিসম্পদ মন্ত্রী জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এমপি, সাবেক কৃষি সচিব জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষ ও বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শফিকুর ইসলাম লস্করসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ বিএডিসি'র স্টল পরিদর্শন করেন। বিএডিসি'র স্টলটি হরেক রকম সবজি দিয়ে সাজানো হয়। নানা প্রকার দেশি সবজির পাশাপাশি স্কোয়াশ, সেলারি, চাইনিজ ক্যাবেজ, সাদা পিয়াজ, পার্সলে, অ্যাসপারাগাছ, বেবীকর্ন, চেরী টমেটো, ব্রোকলি ও ফ্রেঞ্চবীনসহ বিদেশি সবজি প্রদর্শিত হয়। এছাড়া স্টলে প্রদর্শিত ৪৩ কেজি ওজনের মিষ্টি কুমড়া ছিল স্টলের অন্যতম আকর্ষণ।

কৃষি ক্ষেত্রে বিএডিসি'র অবদান অনস্বীকার্য

অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কৃষি সচিব

গত ২ জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন(বিএডিসি) এর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিতি ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষ।

বিএডিসি কৃষিবিদ সমিতি, বিএডিসি প্রকৌশলী সমিতি ও বিএডিসি অফিসার্স এসোসিয়েশন বিএডিসি'র কৃষি ভবন এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ২০১৫ সালে (বছর ব্যাপি) বিএডিসি'র বিভিন্ন উইংয়ের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সংবর্ধনা দেয় হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম লস্কর। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মহাব্যবস্থাপক (বীজ) জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম।

কৃষি সচিব তার বক্তব্যে বলেন, বিএডিসি'র অবদান অনস্বীকার্য। কৃষক ফসল উৎপাদন না করলে আমরা খেতে পারতাম না। আমাদের সে অভিজ্ঞতা আছে। ২০০৮ সালে সরকার টাকা নিয়ে ঘুরেছে কিন্তু কেউ আমাদের খাবার দেয়নি। মানুষের সব চেয়ে বড় সম্পদ হলো তার জীবন। কৃষি সচিব অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অবদানের কথা স্বীকার করেন এবং তাদের সুস্থতা কামনা করেন। তিনি বর্তমানে কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের আন্তরিকতার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালন করার আহ্বান জানান।

বিএডিসি'র অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বিদায় সংবর্ধনা উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন সাবেক কৃষি সচিব জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষ

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ মোফাজ্জল হোসেন এনডিসি, সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব রওনক মাহমুদ, সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুল হক, সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) ড. মোঃ সাইদুর রহমান সেলিম, সংস্থার সচিব ড. মোয়াজ্জেম হোসেন। এছাড়া পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিএডিসি অফিসার্স এসোসিয়েশনের আহবায়ক জনাব মোঃ আঃ ছাত্তার গাজী, বিএডিসি প্রকৌশলী সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব বীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ, বিএডিসি'র কৃষিবিদ সমিতির সাধারণ সম্পাদক জনাব এ কে এম ইউসুফ হারুন, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ বিএডিসি প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট কমান্ডের ডেপুটি কমান্ডার জনাব মোঃ আলী হায়দার এবং সিবিএ সভাপতি জনাব মোঃ আবদুল কুদ্দুস ফরাজী। অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন বিএডিসি সবজি বীজ বিভাগের সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও সিবিএ সহসভাপতি কবি জনাব মোঃ সামছুল হক।

অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাবেক মহাব্যবস্থাপক (বীজ) জনাব মোঃ আজিজুল হক, সাবেক প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ খলিলুর রহমান। অনুষ্ঠান শেষে নৈশ ভোজ ও এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

আউশ ধান বীজের বিক্রয়মূল্য

বিগত ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত মূল্য নির্ধারণ কমিটির সভায় ২০১৫-১৬ বিতরণ বর্ষে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক বিতরনকৃত আউশ ধানবীজের বিক্রয়মূল্য নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা হয়ঃ

ক্রঃ নং	ফসলের নাম	বীজের জাত	বীজের শ্রেণি	নির্ধারিত বিক্রয় মূল্য (টাকা/কেজি)	
				বীজ ডিলার পর্যায়ে	চাষী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে
১	আউশ	সকল জাত	ভিত্তি	৩৪.০০ (চৌত্রিশ টাকা)	৩৭.০০ (সাঁইত্রিশ টাকা)
			প্রত্যায়িত/মানঘোষিত	৩০.০০ (ত্রিশ টাকা)	৩৪.০০ (চৌত্রিশ টাকা)
		নেরিকা	মানঘোষিত	৩০.০০ (ত্রিশ টাকা)	৩৪.০০ (চৌত্রিশ টাকা)

সৌদি আরব থেকে ১.৫০ লক্ষ মে.টন ডিএপি সার আমদানির চুক্তি

বাংলাদেশে ডিএপি সারের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সৌদি আরব হতে চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সৌদি আরব থেকে ১.৫০ লক্ষ মে.টন ডিএপি সার আমদানির চুক্তি হয়।

চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করছেন Soudi Arabian mining Company (MA' ADEN) সৌদি আরব এর Director, Marketing & Sales AYED AL MUTAIRI এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর চেয়ারম্যান জনাব মো: শফিকুল ইসলাম লস্কর

গত ২৪ জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখে Soudi Arabian mining Company (MA' ADEN) সৌদি আরব এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর মধ্যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিপত্রে Soudi Arabian mining Company (MA' ADEN) সৌদি আরব এর Director, Marketing & Sales AYED AL MUTAIRI এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর চেয়ারম্যান জনাব মো: শফিকুল ইসলাম লস্কর চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন।

এ উপলক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষ এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল সৌদি আরবে সরকারি সফরে যায়। প্রতিনিধি দলে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম লস্কর, মহাব্যবস্থাপক (ক্রয়) জনাব মেরিনা সারমীন, কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপপ্রধান শেখ বদিউল আলম অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

Soudi Arabian mining Company (MA' ADEN) সৌদি আরব এর অফিস পরিদর্শন করছেন সাবেক কৃষি সচিব জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষ, বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মো: শফিকুল ইসলাম লস্কর ও মহাব্যবস্থাপক (ক্রয়) জনাব মেরিনা সারমীন

সুষম সার ব্যবহার করুন
অধিক ফসল ঘরে তুলুন

গত দুই মাসে বিএডিসি'র ২ লক্ষ ৫১৩ মে.টন সার বরাদ্দ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি/২০১৬ মোট ২ লক্ষ ৫১৩ মে.টন সার বরাদ্দ দিয়েছে। কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে ২ লক্ষ ৫৫ হাজার ৮১৯ মে.টন সার। বরাদ্দকৃত সারের মধ্যে টিএসপি রয়েছে ৬৯ হাজার ৯৬৫ মে.টন, এমওপি রয়েছে ১ লক্ষ ৪৮১ মে.টন এবং ডিএপি ৩০ হাজার ৬৭ মে.টন। ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখে মজুদ সারের পরিমাণ ৪ লক্ষ ৭৮ হাজার ৪৭০ মে.টন।

সংস্থার সার ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন মোতাবেক এ তথ্য জানা গেছে।

মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের উদ্যোগে বীজ আমদানি ও রপ্তানি বিষয়ক সেমিনার

আইডিবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত দিনব্যাপি বীজ আমদানি ও রপ্তানিঃ সমস্যা ও সমাধান বিষয়ক সেমিনার গত ২৩ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিএআরসি নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাবেক অতিরিক্ত সচিব, মহাপরিচালক, বীজ উইং জনাব আনোয়ার ফারুক। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব মোফাজ্জল হোসেন এনডিসি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো. হামিদুর রহমান এবং বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন এর প্রেসিডেন্ট জনাব আনিস-উদ-দৌল্লা। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সুপ্রীম সীড কোম্পানীর চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মাসুম। মূল প্রবন্ধের সম্পূরক হিসেবে আরো ৩টি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। "বীজ আমদানি ও রপ্তানি-কৃষক পর্যায়ে বীজ সরবরাহ ও প্রভাব" এর উপর মহাব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, "বীজ আমদানি ও রপ্তানি- উদ্ভিদ সংগনিরোধ আইন ও বিধিগত বাধ্যবাধকতা" এ বিষয়ের উপর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং এর পরিচালক জনাব ছবি হরি দাস, "বীজ আমদানি ও রপ্তানি-বীজ আইন ও বিধিগত বাধ্যবাধকতা" এ বিষয়ের উপর বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ভারপ্রাপ্ত পরিচালক জনাব মোঃ সোলায়মান আলী এবং "বীজ আমদানি ও রপ্তানিঃ ট্যারিফ ও নন-ট্যারিফ বাণিজ্য সমস্যা এবং প্রভাব" বিষয়ে পেট্রোক্যাম (বাংলাদেশ) লিমিটেডের এডভাইজার জনাব মোঃ শাহজাহান আলী প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। প্রবন্ধগুলোর

সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাবেক অতিরিক্ত সচিব, মহাপরিচালক বীজ উইং জনাব আনোয়ার ফারুক

উপর আলোচনায় অংশ নেন লাল তীর সীড কোম্পানী লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মাহবুব আনাম, বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক জনাব এফআর মালিক এবং এসিআই সীড লিঃ এর ব্যবস্থাপক ড. শফিকুল আক্তার।

সেমিনারের শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের, প্রকল্প পরিচালক জনাব মুহাঃ আজহারুল ইসলাম। তিনি বলেন বাংলাদেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার পর শুধু খাদ্য শস্যই রপ্তানি করছে না-বীজ রপ্তানি কার্যক্রমও শুরু করেছে। বীজ রপ্তানি ও প্রয়োজনীয় বীজ আমদানি প্রক্রিয়া সহজতর করার লক্ষ্যে এ প্রকল্পের উদ্যোগে সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। এ সেমিনারে সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা, প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ সুপারিশ মূলক বক্তব্য প্রদান করবেন বলে আশা প্রকাশ করেন। সকলের গঠনমূলক আলোচনা এবং প্রস্তাবনার আলোকে আগামী দিনের জন্য একটি গাইড লাইন তৈরি করা হবে এ প্রকল্পের মাধ্যমে। এতে মন্ত্রণালয়ের পক্ষে নীতিমালা তৈরি সহজতর হবে।

প্রধান অতিথি জনাব আনোয়র ফারুক তার বক্তব্যে বলেন, বর্তমানে দেশের কৃষি খাত অত্যন্ত ভাল অবস্থানে রয়েছে। বাংলাদেশ শীঘ্রই বীজ রপ্তানিকারক দেশের তালিকায় উল্লেখযোগ্য স্থান করে নেবে। কাজেই এই শিল্প বিকাশে ভবিষ্যৎ দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা এখনই গ্রহণ করতে হবে। আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য পাওয়ার জন্য ডাটাবেইজ ও সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে বলেও তিনি জানান। বীজ সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার কার্যক্রমে সমন্বয় সাধনের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, এ শিল্পে প্রণোদনা বিষয়ে সরকারের ইতিবাচক মনোভাব রয়েছে। এ সময় তিনি সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন শস্যের হাইব্রিড বীজ ব্যবহার আরো বাড়ানোর আহ্বান জানান। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব মোফাজ্জল হোসেন এনডিসি, সম্মানিত অতিথির বক্তব্যে বলেন যে, এ দেশের মাটি ও আবহাওয়া অনেক ফসলের বীজ উৎপাদনের জন্যই উপযোগী।

এছাড়া শ্রমিকমূল্য কম হওয়ায় বীজ উৎপাদন খরচও কম হবে। সঠিক পদ্ধতিতে বীজ উৎপাদন করতে পারলে বীজ রপ্তানি করে আমরা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন বৃদ্ধি করতে পারি।

সভাপতির বক্তব্যে ড. আবুল কালাম আজাদ বলেন, বীজ কিনে কৃষকরা যাতে কোনভাবেই প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সে লক্ষ্যে মনিটরিং বাড়াতে হবে। বীজ শিল্প তথা কৃষিখাতে সমস্যা অনেক কম হলেও সেগুলোকে চিহ্নিত করে দূরীকরণের পদক্ষেপ নিতে হবে।

এ সেমিনারে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের প্রায় ৭০ জন কর্মকর্তা এবং গণমাধ্যমের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলার মাধ্যমে শরীর, মেধা ও মননের উন্নয়ন ঘটাতে হবে- কৃষি সচিব

খেলাধুলার ব্যবস্থা পাঠ্যক্রমের মধ্যেই আছে। চারু, কারু, সঙ্গীত, শরীর চর্চা এ সমস্ত কিছুই শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ। যে সকল স্কিল গুলো দরকার হয় তার মধ্যে কম্পিউটার স্কিল নিয়ে ক্লাসরুমে কাজ হয়। তার সাথে আরো অনেক কিছু চারপাশের বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে শিক্ষকদের কাছ থেকে ও খেলাধুলার মাধ্যমে শিখতে হয়।

গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে বিএডিসি উচ্চ বিদ্যালয়ের ৩৪তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণী, কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী বক্তব্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষ এসব কথা বলেন।

কৃষি সচিব আরও বলেন, পজিটিভ স্কিল ছাড়াও ছাত্র-ছাত্রীদের সাইকো মোটিভ ডেভলপমেন্টের জন্য খেলাধুলা অত্যন্ত জরুরী। এজন্য যারা শিক্ষা নিয়ে কাজ করছেন তারা শুরু থেকেই এগুলো অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আমরা যে কথাবার্তা বলি তার জন্য প্রয়োজন যোগাযোগ। যোগাযোগের জন্য ভাষা শিক্ষা জরুরী। এ গুলির জন্য স্কুল সমন্বিতভাবে কাজ করে। স্কুলের উন্নয়ন নির্ভর করে প্রধান শিক্ষকের উপর। তিনি যেভাবে স্কুল পরিচালনা করবেন সেভাবে স্কুল চলবে। বিএডিসি উচ্চ বিদ্যালয়ের উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম লস্কর, সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা)

কুচকাওয়াজ প্রদক্ষিণকালে অতিথিবৃন্দ শিক্ষার্থীদের সালাম গ্রহণ করছেন

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সাবেক কৃষি সচিব জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষ

ক্রীড়া প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন করছেন সাবেক কৃষি সচিব জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষ

জনাব মোঃ মোফাজ্জল হোসেন এনডিসি, সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) ড. মোঃ সাইদুর রহমান সেলিম, সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি জনাব রওনক মাহমুদ।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ মোতালেব খলিফা। অনুষ্ঠানে প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ) জনাব মোঃ কামরুজ্জামান, মহাব্যবস্থাপক (বীজ) জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, সহকারী প্রকৌশলী (নির্মাণ) জনাব সাইফুল আযম, সহকারী প্রকৌশলী (নির্মাণ) ঢাকা জোন জনাব মোঃ শাহাবুদ্দিন উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ, অভিভাবকবৃন্দ ও ছাত্র-ছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানটি ২টি পর্বে আয়োজিত হয়। প্রথম পর্বে সকাল ৯.০০ টায় সাবেক কৃষি সচিব জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষ জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও বেলুন উড়িয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরিশেষে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিজয়ী ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) ও বিদ্যালয়ে পরিচালনা কমিটির সভাপতি জনাব রওনক মাহমুদ। এছাড়া যে সকল শিক্ষার্থী প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা (পিএসসি), জুনিয়র সার্টিফিকেট পরীক্ষা (জেএসসি) ও এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ (এ প্লাস) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে তাদেরকে সংবর্ধনা দেয়া হয়।

চিত্রে বিএডিসি উচ্চ বিদ্যালয়ের ৩৪তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

জাতীয় পতাকা উত্তোলন করছেন সাবেক কৃষি সচিব জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষ, অলিম্পিক পতাকা উত্তোলন করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম লস্কর ও বিদ্যালয় পতাকা উত্তোলন করছেন সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব রওনক মাহমুদ

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম লস্কর

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি জনাব রওনক মাহমুদ

বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী কর্তৃক ডিসপ্লে প্রদর্শনীতে শহীদ মিনারে ফুল দেয়ার দৃশ্য

বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী কর্তৃক ডিসপ্লে প্রদর্শনীতে সাপ খেলা দেখানোর দৃশ্য

বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী কর্তৃক ডিসপ্লে প্রদর্শনীতে গ্রামীণ নারীদের নদী থেকে পানি আনার দৃশ্য

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে ভূগর্ভ হয়ে লবণ পানির অনুপ্রবেশ ঘটছে

মোঃ লুৎফর রহমান, উপপ্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), বিএডিসি

কৃষি প্রধান বাংলাদেশ একটি অতি ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে প্রায় ১২০০ লোকের বাস, যা বিশ্বের অধিকাংশ দেশের জনসংখ্যার ঘনত্বের তুলনায় অনেক বেশি। ১.৪৭ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এ দেশে প্রায় ১৬ কোটি লোকের খাদ্যের সংস্থান হচ্ছে। বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ০.৮০% আবাদি জমি বসতবাড়ি বা বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণে অনাবাদি হয়ে পড়ছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সাথে ক্রমহ্রাসমান কৃষি জমি হতে উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশ খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করেছে। এটা সম্ভব হয়েছে সেচ নির্ভর উচ্চ ফলনশীল বোরো চাষের মাধ্যমে।

বাংলাদেশ পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার ব-দ্বীপ অঞ্চলে অবস্থিত। প্রায় ৩১০টি নদী দেশের বিভিন্ন অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এর মধ্যে ৫৪টি নদীর উৎপত্তিস্থল ভারত, ৩টির উৎপত্তি মায়ানমার থেকে (BWDB, ২০১১)। উজানের পানি প্রত্যাহারের ফলে শুষ্ক মৌসুমে যখন সেচের পানির প্রয়োজন তখন এ নদীগুলোতে প্রায়ই কোন প্রবাহ থাকে না বা সর্বনিম্ন পর্যায়ে প্রবাহ থাকে। ভূপরিস্থ পানির প্রবাহ হ্রাস, অপরিকল্পিতভাবে ভূগর্ভ হতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি উত্তোলন, কৃষি ক্ষেত্রসহ শিল্প, কল-কারখানায় ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি ও অন্যান্য নানাবিধ কারণে সাগর অভিমুখে ভূগর্ভস্থ পানির চাপ হ্রাস পাচ্ছে। বর্তমানে দেশে ভূপরিস্থ পানির মাধ্যমে ২২% এবং ভূগর্ভস্থ পানির মাধ্যমে ৭৮% সেচ দেয়া হচ্ছে। বাংলাদেশের ভূগর্ভস্থ পানির পুনর্ভরণের পরিমাণ প্রায় ৫১.৫ বিলিয়ন কিউবিক মিটার (BCM) (Rashid, ১৯৯৭)। বিএডিসি'র জরিপ ও পরিবীক্ষণ প্রকল্পের ২০০৯-১০ সালের সেচকৃত এলাকার তথ্য থেকে প্রাক্কলিত সেচকাজে প্রায় ৫৩.০০ বিলিয়ন কিউবিক মিটার পানি উত্তোলন করা হচ্ছে এবং প্রায় ৩.০০ বিলিয়ন কিউবিক মিটার গৃহস্থালী ও শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত হচ্ছে। দিনে দিনে ভূগর্ভস্থ পানির চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং শুষ্ক মৌসুমে পরিকল্পনাহীনভাবে পানি উত্তোলন করা হচ্ছে। নদ-নদীতে পানি না থাকায় পানি স্তরের পুনর্ভরণ (Recharge) হচ্ছে না। যার প্রভাব ইতোমধ্যে প্রবল আকারে দেখা যাচ্ছে। ফলে সাগরের লবণাক্ত পানি ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভ হয়ে উজানের দিকে প্রবেশ করছে। এটি একটি অশনী সংকেত এবং পরিবেশের জন্য বিরাট এক হুমকী হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে।

একসময়ের খাদ্য ভান্ডার দেশের দক্ষিণাঞ্চল বর্তমানে খাদ্য ঘাটতি এলাকা। ৬০ মিলিয়ন লোকের জনবসতিপূর্ণ বিশাল এলাকা রবি মৌসুমে অনাবাদি দেখা যায়। এর প্রধান কারণ সেচের পানির অপ্রাপ্যতা। এ সব এলাকায় প্রচুর পানি থাকলেও সেচ দেয়া এমনকি পান করার উপযোগী পানির বড় অভাব। ভূপরিস্থ এবং ভূগর্ভস্থ উভয় উৎসের পানিতে মাত্রাতিরিক্ত লবণাক্ততা। এ লবণাক্ততার পরিমাণ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার জরিপ অনুযায়ী খাবার পানি ও ফসল আবাদের জন্য লবণের সহনীয় মাত্রা যথাক্রমে ৫০০ ও ১০০০ µS/cm.। কিন্তু দেশের দক্ষিণ উপকূলীয় কোন কোন জেলায় পানিতে লবণের ঘনত্ব ১৮০০০ µS/cm এর অধিক পাওয়া গিয়েছে। (লবণের ঘনত্বের একক হিসেবে µS/cm ব্যবহার করা হয়। ১০০০ µS/cm =১ DS/m. ১০০০ µS/cm = ৭০০ ppm. ppm এর সাথে আমরা অনেকেই পরিচিত। তবে পরিবর্তনের সুবিধার্থে µS/cm কে Conversion factor হিসেবে ০.৬৪ দ্বারা গুণ করে ppm এ রূপান্তর করা হয়।)

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) ২০১০ সাল হতে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ভূগর্ভস্থ পানির লবণাক্ততার পরিমাণ নির্ণয় ও এ বিষয়ে পূর্বাভাস প্রদান বিষয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ১৯ টি জেলায় বর্তমানে ১৬১ টি পর্যবেক্ষণ নলকূপ স্থাপন করে তা থেকে বিভিন্ন গভীরতায় (১০ ফিট পর পর) পানিতে লবণের ঘনত্ব পরিমাপ করে চলেছে। প্রতি বৎসর এক/দুই বার এ ঘনত্বের ডাটা সংগ্রহ করে ডাটা ব্যাংক তৈরি করা হচ্ছে এবং এ ডাটা ব্যাংক ব্যবহার করে সকলের নিকট সহজে বোধগম্য করার নিমিত্ত 3-D DEM (3-Dimensional Digital Elevation Model) ম্যাপ তৈরি করা হচ্ছে। সংগৃহীত ডাটা পর্যালোচনা করে দেখা যায় অধিকাংশ স্থানে পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় লবণাক্ততার মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার কোন কোন স্থানে কমে যাওয়ার চিত্রও দেখা যাচ্ছে। তবে বরগুণা এবং খুলনা জেলার উপকূলবর্তী এলাকায় লবণাক্ততার পরিমাণ ১৮০০০ µS/cm ছাড়িয়ে গেছে। উপকূলের উত্তর দিকে ক্রমান্বয়ে এর পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। তবে বরগুণা, খুলনা, সাতক্ষিরা, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, শরিয়তপুর এমনকি মাদারীপুর জেলায় এর মাত্রা সহনীয় পরিমাণের চেয়ে অনেক বেশি।

সংগৃহীত তথ্য হতে আরো দেখা যায় যে, ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি হতে নিচের দিকে লবণ পানির ঘনত্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রথম পর্যায়ে ১৪৩ টি ২০০ ফুট গভীরতা পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ নলকূপের ডাটা সংগ্রহ করা হয়েছে। পরবর্তীতে ৬০০ ফুট গভীরতায় আরো ১৮টি নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। এগুলো হতে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। নিম্নের সারণিতে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের বিগত তিন বছরে ১১০ ফুট গভীরতায় কয়েকটি পর্যবেক্ষণ নলকূপ হতে লবণ পানি অনুপ্রবেশের একটি তুলনামূলক চিত্র সন্নিবেশিত হলো।

(বাকী অংশ ১০ এর পাতায়)

জেলার নাম	উপজেলা	ইলেক্ট্রিক কন্ডাকটিভিটি (µS/cm)		
		-জুন/২০১১	-এপ্রিল/২০১২	মার্চ-এপ্রিল/২০১৩
বরগুনা	বামনা	১৬০০০	১০৯৩০	৭৫৬০
	পাথরঘাটা	১২২০০	১৪০১০	৯৮৯০
	বেতাগী	৭৩০০	৬৯৫০	৫৫৯০
খুলনা	কয়রা	১০৬২০	১২৭৪০	১২৪৯২
	দাকোপ	৬৬০০	৮৭৫৭	৯৪২২
	দৈঠাঘাটা	১২৪০০	৮৪১৮	৮৭০১
বাগেরহাট	মোরেলগঞ্জ	৫০০০	৬৮৭৯	৫৯৫৮
	মংলা	৯৩৭০	১৫১৩১	১৫৫৩২
	রামপাল	৬৬৫০	৬৩২৫	১৩৪৪১
পিরোজপুর	সদর	৬৩১১	৭৭৬০	১২৪৭০
	নাজিরপুর	৯০৭০	৮২৩০	৫৫৯০
মাদারিপুর	সদর	৮৯৮	১৭৪০	৯৯২
	কালকিনী	-	১১০৭০	৯০৮০
শরিয়তপুর	সদর	৫০৪১	৬১৭০	৪৪৬০

সারণি-১: দক্ষিণাঞ্চলের কয়েকটি জেলায় উপজেলাভিত্তিক ১১০ ফুট গভীরতায় লবণাক্ততার চিত্র ঃ

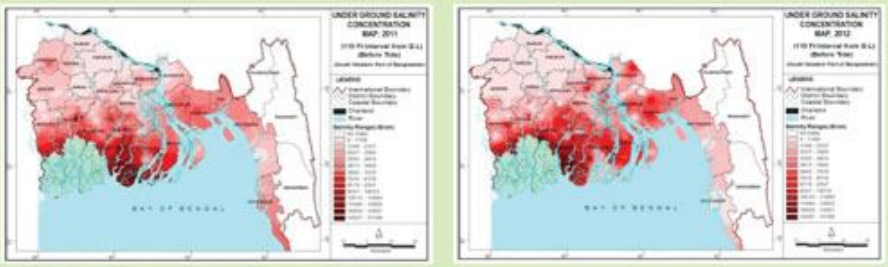

চিত্র : ভূগর্ভে ১১০ ফিট গভীরতায় ২০১১ ও ২০১২ সালে লবণাক্ত পানির ঘনত্বের তুলনামূলক চিত্র (3-D DEM ম্যাপ)

লবণ পানি অনুপ্রবেশ রোধ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। এজন্য সময় থাকতেই বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে কার্যকর উদ্যোগ হাতে নিতে হবে। এ জন্য নিম্নেবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে:

* Trans-boundary নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা আদায় করে ভূপরিস্থ পানির প্রবাহ বৃদ্ধি করা:
* সেচ কাজে ভূপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি করা:
* বেশি বেশি নদী খাল খনন করে ভূপরিস্থ পানির মজুদ বৃদ্ধি করা:
* সেচব্যবস্থাপনার দিকে জোর দিয়ে ফসলের প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানির ব্যবহার নিশ্চিত করা:
* ভূগর্ভস্থ পানি যথাসম্ভব কম উত্তোলন করা।

শুধু তথ্য সংগ্রহ করে পূর্বাভাস প্রদানই যথেষ্ট নয়। এ সকল ডাটা ব্যবহার করে প্রয়োজন উন্নতর গবেষণা। ইতোমধ্যে অনেক প্রতিষ্ঠান বা উচ্চতর শিক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রিরা গবেষণার কাজে ডাটা সংগ্রহ করছে। এমনকি বিদেশি প্রতিষ্ঠান হতেও গবেষণার কাজে এ সব ডাটা সংগ্রহ করেছে। এ সব গবেষণার ফলাফল এনে দিতে পারে কোন সম্ভাবনার নব দিগন্ত।

পাতার মাধ্যমে ম্যাক্রো পুষ্টি উপাদান

(১২ এর পাতার পর)

এবিষয়ে দেশে যথাযথভাবে কার্যকর গবেষণা হবে ও মাঠে তা পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের মত সম্প্রসারিত হবে। আমি মনে করি এ প্রযুক্তিটি দেশের সার ব্যবস্থাপনা এবং খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করতে পারবে। এবিষয়ে আমি বিএডিসির নীতিনির্ধারক পর্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আর বীজ ফসল উৎপাদনের জন্য এ প্রযুক্তিটি আরও অধিক কার্যকর হবে কারণ এভাবে ধান বা গম চাষ করলে দানার পুষ্টতা বৃদ্ধি পায়, ফলের রং বেশি ভালো হয়, বীজের অভ্যন্তরীণ পুষ্টিমান বেশি ভালো থাকার কারণে এই বীজ ব্যবহারে অধিক ফলনের নিশ্চয়তা পাওয়া যাবে, এটা বৈজ্ঞানিক তথ্য। উল্লেখ্য এ প্রযুক্তির বিষয়টি বিএডিসির বিভিন্ন খামারে প্রাথমিক পরীক্ষাতে আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া গেছে এবং এসময়ে অনেকেই স্বপ্রণোদিত ভাবে বীজ ফসলে ব্যবহার করছেন।

পাতার মাধ্যমে ম্যাক্রো পুষ্টি উপাদান নাইট্রোজেন, ফসফেট এবং পটাশ গ্রহণ সংক্রান্ত প্রমাণক সমূহ

মোঃ আরিফ হোসেন খান, যুগ্মপরিচালক (সার) বিএডিসি, রাজশাহী

পাতার মাধ্যমে খাদ্য প্রদান কৌশলটি একটি জটিল বিজ্ঞান। যদিও বিজ্ঞানীরা এবিষয়েরা অনেক তথ্য বা রহস্য উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হয়েছেন তথাপি আরও অনেক বিষয় রয়েছে যা বিজ্ঞানীরা এখনও উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হয়নি ("many aspects of foliar fertilization are still unknown.")। যতদুর জানা যায় ১৮৪৪ সালে বিশ্বের মধ্যে প্রথম আমেরিকাতে পাতার মাধ্যমে পুষ্টি প্রদান করা হলেও গাছ যে পাতার মাধ্যমে কার্যকর ভাবে পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করতে পারে তা সর্বপ্রথম প্রমাণিত হয় আমেরিকার মিসিগান স্টেট ইউনিভারসিটিতে ১৯৫০ সালে। কোন্ কোন্ পুষ্টি উপাদান কিভাবে গাছের পাতার মধ্যে ঢুকে যায়, কিভাবে মুভমেন্ট করে এবং কিভাবে বিভিন্ন মেটাবলিক কার্যাবলিতে অংশগ্রহণ করে তা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের হর্টিকালচার বিভাগের দুইজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী বিষয়টি সুনিদিষ্ট ভাবে প্রমাণ করেন।

"Dr. H.B. Tukey, renowned plant researcher and head of the Michigan State University (MSU) Department of Horticulture in the 1950s, working with research colleague S.H. Wittwer at MSU, first proved conclusively that foliar feeding of plant nutrients really works. Researching possible peaceful uses of atomic energy in agriculture, they used radioactive phosphorus and radiopotassium to spray plants, then measured with a Geiger counter the absorption, movement, and utilization of these and other nutrients within plants. They found plant nutrients moved at the rate of about one foot per hour to all parts of the plants."

বিভিন্ন মাইক্রো পুষ্টি উপাদান পাতার মাধ্যমে ঢুকে যেতে পারে এবং কার্যকর হয়। এ বিষয়ে আমাদের দেশের বিজ্ঞানী বা কৃষিবিদদের মাঝে কোন বিতর্ক নেই। কিন্তু পাতার মাধ্যমে যে কার্যকর ভাবে গাছকে নাইট্রোজেন প্রদান করা সম্ভব এ বিষয়ে দেশের বিজ্ঞানী এবং কৃষিবিদদের মাঝে ব্যাপক বিতর্ক রয়েছে। এজন্যই আজকে সবিস্তারে এবিষয়ে আমার এ লেখা। আমি আশা করি এ লেখার মাধ্যমে কিভাবে পাতার মাধ্যমে ইউরিয়া বা নাইট্রোজেন ঢুকে যায় এবং কার্যকর হয় সে বিষয়টি সকলের নিকট পরিষ্কার হবে।

পাতার মধ্যে কিভাবে ইউরিয়াসহ বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান ঢুকে যায় সে বিষয়ে অনলাইনে যে তথ্য পাওয়া যায় তা নিম্নরূপঃ-

"Stomata has very little role to play in foliarabsorption of nutrients. All nutrients diffuse through minute pore (1nm size) on the cuticle membrane. Cuticle is the outermost layer on the leaf surface, which prevents excessive water loss. The cuticular pores are lined with intense negative charge that favours movement of potassium, calcium, magnesium, trace elements and ammonium ions. Urea diffuse easily because it is an electrically neutral molecule. Ions such as phosphates, sulphate, nitrate move slowly, hence multiple applications are required.

পাতার মধ্যে কিভাবে নাইট্রোজেন বা ইউরিয়া ঢুকে যায় তা মিসিগান স্টেট ইউনিভারসিটির উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের ফোলিয়ার ফিডিং বিষয়ের বিখ্যাত বিজ্ঞানী এস এইচ উইটার দীর্ঘ গবেষণার পর ১৯৬৩ সালে বিষয়টিকে এভাবে ব্যাখ্যা করেনঃ-

Urea (NH2CONH2), ammonium sulfate ((NH4)2SO4), and potassium nitrate (KNO3) are common sources of N that are water-soluble and thus can be used as foliar fertilizers. Both (NH4)2SO4 and KNO3 dissociate when added to water, leaving the N components in an ionic state.

As is the case with root absorption, plant leaves can take up these N fertilizers as ions, more specifically ammonium (NH4 +) and nitrate (NO3 –).

While urea stays in its original, uncharged form during mixing with water, the foliar pathway allows for direct entry of the intact urea molecule (Wittwer et al., 1963), as well as any NH4 +-N derived from urease action on plant leaf surfaces.

বিশ্বের অধিকাংশ দেশে নাইট্রোজেনের উৎস হিসাবে ইউরিয়া, এ্যামোনিয়াম সালফেট এবং পটাশিয়াম নাইট্রেটকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। নাইট্রোজেনের উৎস হিসাবে ব্যবহৃত এ্যামোনিয়াম সালফেট এবং পটাশিয়াম নাইট্রেট পানিতে দ্রবীভূত করলে তা যথাক্রমে এ্যামোনিয়াম এবং নাইট্রেট আয়ন তৈরি করে। এ আয়ন প্রোটন পাম্পের মাধ্যমে পাতার কিউটিকুলার পোর দিয়ে ঢুকে যায়। আর ইউরিয়া সার যখন পানিতে দ্রবীভূত করা হয় তখন তা পানিতে ইউরিয়া হিসাবেই দ্রবীভূত থাকে এবং যেহেতু এটা একটা নিউট্রাল দ্রবণ এজন্য ইউরিয়া পানির সাথে সহজেই ডিফিউজের মাধ্যমে কিউটিকুলার পোর দিয়ে পাতায় ঢুকে যায়। পাতায় প্রয়োগকৃত ইউরিয়ার কিছু অংশ পাতার উপরের ইউরিয়েজ এনজাইমের কার্যকারিতার মাধ্যমে (urease action on plant leaf surfaces) এ্যামোনিয়াম বা নাইট্রেট আয়ন তৈরি করে এবং তা পাতার মধ্যে সহজেই ঢুকে যেতে পারে। এ্যামোনিয়াম ($NH4+$) এবং নাইট্রেট আয়নের ($NO3-$) চেয়ে ইউরিয়া মলিকুল সরাসরি ডিফিউশনের মাধ্যমে অধিক পরিমানে ঢুকে যেতে পারে। মিসিগান স্টেট ইউনিভারসিটির একটি তথ্যের মাধ্যমে জানা

(বাকী অংশ ১২ এর পাতায়)

(১১ এর পাতার পর)

যায় যে, পাতায় ইউরিয়া দ্রবণ প্রয়োগ করলে তার ৫০% ৩০ মিনিট থেকে ২ ঘন্টা সময়ে ইউরিয়া হিসাবে পাতার মধ্যে ঢুকে যেতে পারে। সহজলভ্য, পাতার বার্ণ হবার সম্ভাবনা কম এবং প্লাজমালাইসিসজনিত ক্ষতি কম হবার কারণে বর্তমান সময়ে বিশ্বে পাতার মাধ্যমে নাইট্রোজেন প্রদানের ক্ষেত্রে ইউরিয়া সারকেই সর্বাধিক পরিমাণে বেশি ব্যবহার করা হয়। "৩। ১৯৭৮ সালে ব্রি বিজ্ঞানী ড. নীলুফার হাই করিম আমেরিকার ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর পিএইচডি গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, পাতায় বা মাটিতে ইউরিয়া দিলে ইউরিয়েজ এনজাইমের মাধ্যমে এর কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায় এবং ইউরিয়া সার NH_4NO_3 আকারে রূপান্তরের মাধ্যমে গাছ গ্রহণ করে। (N H Karim,1978 Photosynthesis and growth of rice as influenced by potassium nitrate and urea fertilizer, Univ. of Florida,USA)

১৯/৮/১৫ তারিখে ব্রি'র দেয় ফেসবুক স্ট্যাটাসের মাধ্যমে জানা যায় যে, পাতার মাধ্যমে ইউরিয়া প্রদান করে ধান চাষের বিষয়ে ব্রিতে ১৯৭৪-৭৫ সালে প্রথম গবেষণা শুরু করা হয় এবং বিআর -৩ জাতের উপরে মাটিতে ৩০ কেজি এবং পাতায় ৩০ কেজি নাইট্রোজেন প্রদান করে ধান চাষ করা সম্ভব বলে প্রমাণ পান।

আরও জানা যায় যে, ২০০৯ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত এবিষয়ে এগ্রোনমি বিভাগের মাধ্যমে ব্রি'র বিভিন্ন বিভাগের ৫ জন বিজ্ঞানী মিলে ৩ বছরে আমনে ৩ বার এবং বোরো মৌসুমে ৩ বার অর্থাৎ ৬ বার গবেষণা করে নিম্নোক্তভাবে ফলাফল উপস্থাপন করেন।

"Conclution:-About 22% urea could be saved in Aman season and 27% urea in Boro season without scarifying grain yield of rice if 2/3rd of recommended urea was applied as top dress at 20 and 30 DAT along with 2-3 times urea spraying (at MT, PI and booting stages) maintaining 3.5% concentration of urea solution instead of last top dress. However, further investigation is necessary to draw a definite conclusion." এর আলোকে ২০১৩ সালে ইকো ফ্রেন্ড এগ্রিল জার্ণালে একটি পাবলিকেশন করা হয়। যার শিরোনাম দেওয়া হয়

"UREA SPRAYING AS AN EFFECTIVE ALTERNATE METHOD OF NITROGEN MANAGEMENT." সুতরাং ব্রি'র এতথ্য গুলো জোড়ালোভাবে প্রমাণ করে যে, ধান গাছ পাতার মাধ্যমে নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে পারে। সম্মানিত ব্রি'র বিজ্ঞানীদের ১৯/৮/১৫ তারিখের ফেসবুক স্ট্যাটাসের মাধ্যমে আরও জানা যায় যে, এ বিষয়টি নিয়ে ব্রি এখনও গবেষণা করছে। তবে তারা বিষয়টিকে প্রযুক্তি হিসাবে উপস্থাপনের মত সাফল্য এখনও পায়নি। তবে গবেষণাটি চলমান রেখেছেন বলে জানা যায়।

এ বিষয়ে ইরির সুপারিশ মাটিতে ইউরিয়া প্রয়োগ করে ধান চাষ করা বেশি কার্যকর। অর্থাৎ বলা যায়, ৩৫% ইউরিয়া সাশ্রয় করে বেশি ধান উৎপাদনের মত সাফল্য ইরিতেও নেই। ধান চাষের ইউরিয়া সাশ্রয়ী স্প্রে প্রযুক্তির বিষয়ে ১৮/১১/১৫ তারিখের বিএআরসিতে প্রেজেন্টেশনের সময়ও উপস্থিত সকল বিজ্ঞানী একমত হন।

ইউরিয়া যে গাছের পাতার মধ্যে কার্যকরভাবে ঢুকে যায় এবং কার্যকর সে বিষয়ে নেটে শতশত প্রমাণক রয়েছে। নীচে ফটো চিত্রের মাধ্যমে এসংক্রান্ত প্রমাণক উপস্থাপন করছি। অষ্ট্রেলিয়ার একটি গমের খামারে ইউরিয়া পানিতে গুলিয়ে স্প্রের মাধ্যমে প্রয়োগ করার প্রস্তুতির ছবি।

Equipment Setup

উন্নত বিশ্বের বড় বড় খামারে এভাবে স্প্রে দ্রবণ তৈরি করা হয়

Dissolving Urea

It takes approximately 20 minites for 1500kg of Urea to dissolve in 9000 L of total water volume

পাতার মাধ্যমে পুষ্টি বিশেষ করে ইউরিয়া প্রদান সংক্রান্ত এ সৌখিন গবেষণাটি করতে গিয়ে আমি যারপরনাই অবাক এবং বিস্মিত হয়েছি যে, এ প্রযুক্তির বিষয়ে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতসহ উন্নত বিশ্ব কতটা এগিয়ে গিয়েছে। আমি একজন কৃষিবিদ এবং বিএডিসির ২৫ বছরের মাঠপর্যায়ের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন কর্মকর্তা হয়ে একটি বিষয় উপস্থাপন করে সংশ্লিষ্ট গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে না পারাটা নিজের ব্যর্থতা বলেই মনে করি। আমি আশা করব পাতার মধ্যে কিভাবে নাইট্রোজেন ঢুকে যায় এ সংক্রান্ত উপরের প্রমাণক সমূহের মাধ্যমে সে বিতর্কের অবসান হবে এবং

(বাকী অংশ ১৩ এর পাতায়)

বিএডিসি অফিসার্স এসোসিয়েশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত

মোঃ মিজানুর রহমান
সভাপতি

মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন
সাধারণ সম্পাদক

গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর কৃষিভবনস্থ সম্মেলন কক্ষে বিএডিসি অফিসার্স এসোসিয়েশন এর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় দু'বছর মেয়াদী সমিতির নতুন কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে যুগ্মসচিব (নিওক) মোঃ মিজানুর রহমান সভাপতি ও হিসাব নিয়ন্ত্রক মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়। এছাড়া সাংগঠনিক সম্পাদক পদে মোঃ মোসলে উদ্দিন জুয়েল ও অর্থ সম্পাদক পদে মোঃ জামাল উদ্দিন নির্বাচিত হয়।

বিএডিসি'র উপসহকারী প্রকৌশলী এম গোলাম মোহাম্মদ ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ এর নির্বাচনে দপ্তর সম্পাদক নির্বাচিত

এম গোলাম মোহাম্মদ

গত ২৮ জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখে ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (আইডিইবি) কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি ২০১৬-২০১৮ টার্মের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নির্বাচনে বিএডিসি'র নির্মাণ বিভাগে কর্মরত উপসহকারী প্রকৌশলী ও বিএডিসি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক জনাব এম গোলাম মোহাম্মদ দপ্তর সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়। দেশব্যাপী ৬৯টি কেন্দ্রে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন

জনাব শামীম আহম্মেদ, সিনিয়র সহকারী পরিচালক (ডাল ও তৈলবীজ), বিএডিসি, টেবুনিয়া, পাবনা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. এম মোফাজ্জল হেসেন এর অধীনে "Hybrid variety development of cucumbed utilizing local germplasm" শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেছেন।

মেধাবী মুখ

তাসফিয়াহ বিনতে সেলিম

* তাসফিয়াহ বিনতে সেলিম ২০১৫ সালের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিএসসি) পরীক্ষায় ঢাকা বিভাগের অধীনে লিটল ফ্লাওয়ারস প্রিপারেটরী স্কুল থেকে জিপিএ ৫ (এ প্লাস) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। তাসফিয়াহ বিএডিসি অডিট বিভাগে কর্মরত হিসাব নিরীক্ষণ কর্মকর্তা জনাব আসমা খাতুন এর জেষ্ঠ্য কন্যা। সে সকলের দোয়া প্রার্থী। তার পিতা সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ এর সহকারী ব্যবস্থাপক জনাব সেলিম আহমেদ ভূইয়া।

তাসনিম রায়হান আদিফ

* তাসনিম রায়হান আদিফ ২০১৫ সালের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিএসসি) পরীক্ষায় ঢাকা বিভাগের অধীনে মতিঝিল আইডিয়াল হাই স্কুল এন্ড কলেজ থেকে জিপিএ ৫ (এ প্লাস) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। তাসনিম বিএডিসি'র সাধারণ পরিচর্যা বিভাগে কর্মরত হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা জনাব রেবেকা লাইজু এর পুত্র। সে ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়। সে সকলের দোয়া প্রার্থী।

বিএডিসিতে ই-ফাইল ব্যবস্থাপনা সিস্টেম চালুর জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি/কার্যক্রম/কর্মপন্থা নির্ধারণ সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত

বিএডিসি'র সকল অফিসে ই-ফাইল ব্যবস্থাপনা সিস্টেম চালুর জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি/কার্যক্রম/কর্মপন্থা নির্ধারণের লক্ষ্যে গত ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখে সংস্থার সম্মেলন কক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। মনিটরিং বিভাগ এ সভা আয়োজন করে। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম লস্কর। স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রধান, মনিটরিং জনাব মোঃ আঃ ছাত্তার গাজী। সভায় সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ মোফাজ্জল হোসেন এনডিসি, সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুল হক, সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব রওনক মাহমুদ ও সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) ড. মোঃ সাইদুর রহমান সেলিম সহ বিভাগীয় প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় বিএডিসিতে ই-ফাইল বাস্তবায়নের জন্য সদস্য পরিচালক বীজ ও উদ্যান) জনাব রওনক মাহমুদকে আহ্বায়ক করে ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়।

পদোন্নতি

* অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক, কন্টাক্ট গ্রোয়ার্স বিভাগ, বিএডিসি, কৃষিভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব নুর মোহাম্মদ মন্ডলকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক মহাব্যবস্থাপক, পাটবীজ বিভাগ, বিএডিসি, কৃষিভবন, ঢাকায় পদায়ন করা হয়েছে।

* ব্যবস্থাপক, মহাব্যবস্থাপক (বীজ) দপ্তর, বিএডিসি, কৃষিভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব এ এইচ এম নুরুল আলমকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (সিডিপি ক্রপস), বিএডিসি, ঢাকায় পদায়ন করা হয়েছে।

* ব্যবস্থাপক, (এএসসি) এর বিপরীতে কর্মসূচি পরিচালক, বীজের আপদকালীন মজুদ কর্মসূচি, বিএডিসি, কৃষিভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ মজিবুল হককে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক পদে কন্টাক্ট গ্রোয়ার্স বিভাগ, বিএডিসি,কৃষি ভবন ঢাকায় পদায়ন করা হয়েছে।

* যুগ্মপরিচালক, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র, বিএডিসি, ফরিদপুরে কর্মরত জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন কে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ সংরক্ষণ বিভাগ, বিএডিসি, কৃষিভবন ঢাকায় পদায়ন করা হয়েছে।

* ভারপ্রাপ্ত যুগ্মপরিচালক, চিৎলা পাটবীজ খামার, বিএডিসি, মেহেরপুরে কর্মরত জনাব মোঃ আবীর হোসেনকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক যুগ্মপরিচালক পদে চিৎলা পাটবীজ খামার, বিএডিসি, মেহেরপুরে পদায়ন করা হয়েছে।

* উপপরিচালক, এগ্রো সার্ভিস সেন্টার, বিএডিসি, সিলেটে কর্মরত জনাব রবিন্দ্র কুমার সিংহকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সাময়িকভাবে স্ব কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

* উপব্যবস্থাপক, উদ্যান উন্নয়ন বিভাগ, বিএডিসি, কৃষিভবন ঢাকায় কর্মরত ড. মোঃ ইসবাতকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক যুগ্মপরিচালক (উদ্যান) পদে বিএডিসি, কাশিমপুর, গাজীপুরে পদায়ন করা হয়েছে।

* উপপরিচালক, বীজ উৎপাদন খামার, বিএডিসি, গোকুলনগর, ঝিনাইদহে কর্মরত জনাব দেবদাস সাহাকে যুগ্ম পরিচালক পদে বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র, বিএডিসি, ফরিদপুরে পদায়ন করা হয়েছে।

* উপপরিচালক, বীজ বিপণন কেন্দ্র, বিএডিসি, রংপুরে কর্মরত জনাব আবুল খায়ের মোঃ নূরুল ইসলামকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক ব্যবস্থাপক (এএসসি) এর বিপরীতে কর্মসূচি পরিচালক (বীআমক), বিএডিসি, কৃষিভবন, ঢাকায় পদায়ন করা হয়েছে।

* সিনিয়র সহকারী পরিচালক, বীজ বিপণন কেন্দ্র, বিএডিসি, চাঁদপুরে কর্মরত জনাব মোঃ খলিলুর রহমানকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক উপপরিচালক (আলু বীজ) পদে বিএডিসি, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজারে পদায়ন করা হয়েছে।

* ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক (বীউ), বিএডিসি, কিশোরগঞ্জে কর্মরত জনাব মোঃ আয়ুব উল্লাহকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক উপপরিচালক (বীউ) বিএডিসি, কিশোরগঞ্জে পদায়ন করা হয়েছে।

* সিনিয়র সহকারী পরিচালক, বীজ বিপণন কেন্দ্র, বিএডিসি, মেহেরপুরে কর্মরত জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীনকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক উপপরিচালক (বীউ) বিএডিসি, জামালপুরে পদায়ন করা হয়েছে।

* সিনিয়র সহকারী পরিচালক, ডাল ও তৈল বীজ (কঃ গ্রো) জোন, বিএডিসি, টাঙ্গাইলে কর্মরত জনাব ফিরোজ উদ্দিন আহমেদকে উপপরিচালক পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সাময়িকভাবে স্ব কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

* সিনিয়র সহকারী পরিচালক, বীজ বিপণন কেন্দ্র, বিএডিসি, নেত্রকোনায় কর্মরত জনাব মোঃ হারুনুর রশিদকে উপপরিচালক পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সাময়িকভাবে স্ব কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

* সহকারী পরিচালক (পাট বীজ) এর বিপরীতে মালতী হিমাগার, বিএডিসি, টাঙ্গাইলে কর্মরত জনাব ফরিদুল ইসলামকে সিনিয়র সহকারী পরিচালক পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সাময়িকভাবে স্ব কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

* সহকারী পরিচালক, কন্টাক্ট গ্রোয়ার্স জোন, বিএডিসি, দিনাজপুরে কর্মরত জনাব মোঃ আওলাদ হাসান সিদ্দিকীকে সিনিয়র সহকারী পরিচালক পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সাময়িকভাবে স্ব কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

* সহকারী পরিচালক, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র, বিএডিসি, মেহেরপুরে কর্মরত জনাব মোঃ কামরুজ্জামান খানকে সিনিয়র সহকারী পরিচালক পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সাময়িকভাবে স্ব কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

* সহকারী পরিচালক, কঃগ্রোঃ টাঙ্গাইলের বিপরীতে বিআমক, বিএডিসি, জামালপুরে কর্মরত জনাব মুহাম্মদ ফারুকুল ইসলামকে সিনিয়র সহকারী পরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সাময়িকভাবে স্ব কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

* সহকারী পরিচালক, অধিক বীজ উৎপাদন কেন্দ্র, বিএডিসি, নেত্রকোনায় কর্মরত জনাব দিলারুল আমিনকে সিনিয়র সহকারী পরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সাময়িকভাবে স্ব কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

পদোন্নতি

* সহকারী পরিচালক, এগ্রো সার্ভিস সেন্টার, বিএডিসি কৃষিভবন ঢাকায় কর্মরত জনাব নাজনিন আফরিনকে সিনিয়র সহকারী পরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সাময়িকভাবে স্ব কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

* হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, হিসাব বিভাগ, বিএডিসি কৃষিভবন ঢাকায় কর্মরত জনাব আলী আহমেদকে সহকারী হিসাব নিয়ন্ত্রক পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সাময়িকভাবে স্ব কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

* হিসাব নিরীক্ষণ কর্মকর্তা, অডিট বিভাগ, (জনসংযোগ বিভাগে আযুক্ত) বিএডিসি কৃষিভবন ঢাকায় কর্মরত জনাব আব্দুল লতিফ মিয়াকে সহকারী হিসাব নিয়ন্ত্রক পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সাময়িকভাবে স্ব কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

* হিসাব নিরীক্ষণ কর্মকর্তা, অডিট বিভাগ, বিএডিসি কৃষিভবন ঢাকায় কর্মরত জনাব আব্দুল হাই চৌধুরীকে সহকারী হিসাব নিয়ন্ত্রক পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সাময়িকভাবে স্ব কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

* হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, সহকারী পরিচালক (সার) দপ্তর, বিএডিসি খুলনায় কর্মরত জনাব আব্দুর রশিদ হাওলাদারকে সহকারী হিসাব নিয়ন্ত্রক পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সাময়িকভাবে স্ব কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

* হিসাব নিরীক্ষণ কর্মকর্তা, অডিট বিভাগ, বিএডিসি কৃষিভবন ঢাকায় কর্মরত জনাব কোরেশা বেগমকে সহকারী হিসাব নিয়ন্ত্রক পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সাময়িকভাবে স্ব কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

শোক সংবাদ

* প্রকল্প পরিচালক (পানাসি), বিএডিসি পাবনা দপ্তরের প্রাক্তন সহকারী ক্যাশিয়ার/ ক্যাশিয়ার জনাব রেজাউল করিম গত ১ জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি.... রাজিউন।

* যুগ্মপরিচালক (সার) এর কার্যালয়ে, বিএডিসি কুমিল্লায় কর্মরত অফিস সহায়ক জনাব মোঃ আলী হোসেন গত ২১ জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি.... রাজিউন।

* যুগ্মপরিচালক (পাট বীজ) এর দপ্তর, ভিত্তি পাটবীজ খামার, বিএডিসি নশিপুর, দিনাজপুরে কর্মরত নিরাপত্তা প্রহরী জনাব কবিরাজ বেশরা গত ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখে নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি.... রাজিউন।

* তদন্ত বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকার অবসরপ্রাপ্ত অফিস সহায়ক জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান গত ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখে স্ট্রোকজনিত কারণে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি.... রাজিউন।

* জনসংযোগ বিভাগের নিরাপত্তা প্রহরী জনাব মোঃ আব্দুস ছালাম গত ২৫ জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখে কর্মরত অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি.... রাজিউন।

* সহকারী প্রকৌশলী (সওকা) বিএডিসি, খুলনা দপ্তরের আওতাধীন খুলনা সদর (সওকা) ইউনিট দপ্তরের পিআর এল ভোগরত উপসহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ হোসেনুজ জামান মোল্লা গত ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি.... রাজিউন।

*সহকারী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) এর দপ্তর, বিএডিসি, নীলফামারী (ক্ষুদ্রসেচ) জোনাধীন ডোমার ইউনিটের অবসর প্রাপ্ত উপসহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ আশরাফ হোসেন গত ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি.... রাজিউন।

বিভিন্ন শ্রেণির পাট বীজের বিক্রয়মূল্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক ২০১৫-১৬ উৎপাদন বর্ষে উৎপাদিত বিভিন্ন শ্রেণি ও জাতের পাট বীজের বিক্রয় মূল্য নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা হয় ঃ

অর্থবছর	বীজ ক্রয়কারীর বিবরণ	বিক্রয় মূল্য (ভিত্তি, প্রত্যায়িত/মানঘোষিত)					
		নতুন (অংকুরোদগম ক্ষমতা ন্যূনতম ৮০%)			ক্যারিওভার (ক্যারিওভার) (অংকুরোদগম ক্ষমতা ন্যূনতম ৭০%)		
		দেশি	তোষা		দেশি	তোষা	
		(টাকা/কেজি)	(টাকা/কেজি)	(টাকা/প্যাকেট) (৭৭৫গ্রাম)	(টাকা/কেজি)	(টাকা/কেজি)	(টাকা/প্যাকেট) (৭৭৫গ্রাম)
২০১৫-১৬	বিএডিসি'র বীজ ডিলার	১২০.০০	১৪১.৯৪	১১০.০০	৯৫.০০	১০৩.২২	৮০.০০
	কৃষক, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান	১৩০.০০	১৬০.০০	১২৪.০০	১১০.০০	১১৬.১৩	৯০.০০

আগামী দুই মাসের কৃষি

চৈত্র মাসে কৃষিতে করণীয় ঃ

ধান ঃ সময়মত যারা বোরো ধানের চারা রোপণ করেছেন তারা ইতোমধ্যেই ইউরিয়া সারের উপরিপ্রয়োগ শেষ করেছেন আশা করি। আর যারা শীতের কারণে দেরিতে চারা রোপণ করেছেন তাদের জমিতে চারা রোপণের বয়স ৫০-৫৫ দিন হলে ইউরিয়া সারের শেষমাত্রা উপরি প্রয়োগ করে ফেলুন। ধানের জমিতে পাতা মোড়ানো, মাজরা পোকাসহ অন্যান্য পোকা এবং রোগের আক্রমণ দেখা দিতে পারে।

এ ব্যাপারে সচেতন থাকুন, স্থানীয় বিশেষজ্ঞ বা অভিজ্ঞ চাষীর পরামর্শ নিন। নীচু এলাকার জন্য বোনা আউশ বা বোনা আমন বীজ এখনই বপন করতে হবে।

গম ঃ পাকা গম কাটা না হয়ে থাকলে তাড়াতাড়ি কেটে মাড়াই, ঝাড়াই করে ভালভাবে শুকিয়ে নিন। লাগসই পদ্ধতি অবলম্বন করে বীজ সংরক্ষণ করুন।

ভুট্টা ঃ পাকা ভুট্টা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এ মাসেও চলতে পারে। ভুট্টার গাছ মাঠ থেকে তুলে ভালভাবে শুকিয়ে উন্মুক্ত স্থানে সংরক্ষণ করুন। বন্যামুক্ত এলাকায় গ্রীষ্মকালীন ভুট্টার চাষ এখনই শুরু করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে হেক্টর প্রতি ২৫-৩০ কেজি বীজের প্রয়োজন হবে। হেক্টর প্রতি সারের প্রয়োজন হবে ইউরিয়া ৯০ কেজি, টিএসপি ৫৫ কেজি, এমওপি ৩০ কেজি, জিপসাম ৪০ কেজি, জিংক সালফেট ৪ কেজি। রবি ভুট্টার মতই গ্রীষ্মকালীন ভুট্টা আবাদ করতে হবে।

পাট ঃ যারা পাট চাষ করবেন তাদের জমি এখনও প্রস্তুত না হয়ে থাকলে মৌসুমের প্রথম বৃষ্টিপাতের পরপরই আড়াআড়ি ৫-৬ টি চাষ ও মই দিয়ে জমি প্রস্তুত করে নিন। জমিতে ৩-৪ টন গোবর প্রয়োগ করতে পারলে রাসায়নিক সারের পরিমাণ কম লাগে। যদি গোবর বা অন্যান্য আবর্জনা সারের যোগান নিশ্চিত করা না যায় তাহলে হেক্টর প্রতি ১০০ কেজি ইউরিয়া, ৫০ কেজি টিএসপি, ৯০ কেজি এমওপি, ৪৫ কেজি জিপসাম ও ১০ কেজি জিংক সালফেট দিতে হবে। বীজ বপন করার আগে বীজ শোধন করা জরুরী। এক কেজি বীজে ৩.০ গ্রাম ভিটাভেক্স বা প্রোভেক্স বীজের সাথে মিশিয়ে শোধন করতে হবে। ছত্রাকনাশকের অভাবে বাটা রসুন (১৫০ গ্রাম) এক কেজি বীজের সাথে মিশিয়ে শুকিয়ে বপন করতে হবে। ছিটিয়ে বুনলে হেক্টর প্রতি ৮-১০ কেজি এবং সারিতে বুনলে ৫-৭ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। চাষি ভাই একই জমিতে পাটের পর আমন চাষ করতে চাইলে তাড়াতাড়ি পাটের বীজ বপন করুন।

গ্রীষ্মকালীন শাকসব্জী ঃ এখনই গ্রীষ্মকালীন শাকসব্জীর বীজ রোপণ করতে চাইলে জমি তৈরি, মাদা তৈরিসহ প্রাথমিক সার প্রয়োগ এখনই করতে হবে। গ্রীষ্মকালীন শাকসব্জীর আগাম নাবি জাত আছে। সুতরাং প্রয়োজন মোতাবেক জাত নির্বাচন করতে হবে।

বৈশাখ মাসে কৃষিতে করণীয় ঃ

মাঠে বোরো ধানের এখন বাড়ন্ত পর্যায়। থোড় আসা শুরু হলে জমিতে পানির পরিমাণ দ্বিগুণ বাড়াতে হবে। ধানের দানা শক্ত হলে জমি থেকে পানি বের করে দিতে হবে। এ সময়ে বোরো ধানে মাজরা পোকা, বাদামী ঘাস ফড়িং, সবুজ পাতা ফড়িং, গান্ধি পোকা, লেদা পোকা, শীষকাটা লেদা পোকা, ছাতরা পোকা, পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমণ হতে পারে। তাছাড়া বাদামী দাগ রোগ, ব্লাস্ট রোগসহ অন্যান্য আক্রমণ যথাযথভাবে প্রতিহত করতে না পারলে অনেক লোকসান হয়ে যাবে। বালাইদমনে সমন্বিত কৌশল অবলম্বন করতে হবে। সার ব্যবস্থাপনা, আন্তঃপরিচর্যা, আন্তঃফসল চাষ, মিশ্র চাষ, আলোর ফাঁদ, জৈবদমনসহ লাগসই প্রযুক্তি অবলম্বন করে ফসল রক্ষা করতে হবে। এরপরও যদি আক্রমণের তীব্রতা থেকে যায়, নিয়ন্ত্রণ করা না যায়, তাহলে অনুমোদিত মাত্রায় বালাইনাশক যথাসময়ে ফসলে প্রয়োগ করতে হবে। বোনা আউশ এবং বোনা আমনের জমিতে আগাছা পরিষ্কার, প্রয়োজনীয় সার প্রয়োগ, বালাই ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য পরিচর্যা যথাসময়ে নিশ্চিত করতে হবে।

পাট ঃ বৈশাখ মাস তোষা পাটের বীজ বোনার উপযুক্ত সময়। ও-৪ বা ফাল্গুনী তোষা ভালজাত। দো-আঁশ বা বেলে দো-আঁশ মাটিতে তোষা পাট ভাল হয়। বীজ বপণের আগে বীজ শোধন করে নিতে হবে। আগে বোনা পাটে জমিতে আগাছা পরিষ্কার, ঘন চারা তুলে পাতলা করা, সেচ এসব কার্যক্রমও যথাযথভাবে করতে হবে। এ সময়ে পাটের জমিতে উড়চুঙ্গা ও চেলা পোকার আক্রমাণ হতে পারে। সেচ দিয়ে কিংবা মাটির উপযোগী কীটনাশক দিয়ে উড়চুঙ্গা দমন করুন। চেলা পোকা আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলে দিতে হবে এবং জমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। পোকা ছাড়াও পাটের জমিতে কান্ড পঁচা, শিকড় গিট, হলদে সবুজ পাতা এসব রোগ দেখা দিতে পারে। নিড়ানী, আক্রান্ত গাছ বাছাই, বালাইনাশকের যৌক্তিক ব্যবহার করলে নিস্কৃতি পাওয়া যায়।

ডাল-তৈল ঃ এ সময় খরিফ-২ এ বোনা মুগ ফসলে ফুল ফোটে। অতি খরায় ও তাপমাত্রায় ফুল ঝরে যায় বলে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। বৈশাখের মধ্যেই বাদাম, সয়াবিনও যেমন ফসল পরিপক্ক হয়ে যায়। পরিপক্ক ফসল মাঠে না রেখে দ্রুত সংগ্রহ করে ফেলুন। সংগ্রহীত ফসল জাঁগ দিয়ে না রেখে মাড়াই করে খুব ভাল করে শুকিয়ে বায়ুবদ্ধ সংরক্ষণ করুণ।

গ্রীষ্মকালীন শাক সবজি ঃ এখন থেকেই গ্রীষ্মকালীন শাকসবজি আবাদ শুরু করতে পারেন। শাক জাতীয় ফসল বুদ্ধি খাটিয়ে আবাদ করলে এক মৌসুমে একাধিকবার করা যায়। চিচিঙ্গা, ঝিঙ্গা, ধুন্দল, শসা, করল্লাসহ অন্যান্য সবজির জন্য মাদা তৈরি করতে হবে। ১ হাত দৈর্ঘ এবং ১ হাত চওড়া মাদা তৈরি করে মাদা প্রতি পরিমাণমত জৈব সার/গোবর, ১০০ গ্রাম টিএসপি, ১০০গ্রাম এমওপি ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে ৫/৭ দিন রেখে দিতে হবে। এরপর ২৪ ঘন্টা ভেজানো মানসম্মত সবজি বীজ মাদা প্রতি ৩/৫টি রোপণ করতে হবে। আগে তৈরিকৃত চারা থাকলে ৩০/৩৫ দিনের সুস্থ সবল চারাও রোপণ করতে পারেন।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত সভায় সভাপতিত্ব করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম লস্কর

বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত অডিট সভায় সভাপতিত্ব করছেন সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ মোফাজ্জল হোসেন এনডিসি

বিএডিসি'র অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে স্বরচিত কবিতা পাঠ করছেন বিএডিসি'র সবজি বীজ বিভাগের সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও সিবিএ সহ সভাপতি জনাব মোঃ সামছুল হক

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম লস্কর কর্তৃক মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ড, বিএডিসি প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিটের বর্ষপঞ্জি ২০১৬ এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ ও সন্তান কমান্ডের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ

সংস্থার সম্মেলন কক্ষে বিএডিসি'র অফিসার্স এসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন ২০১৬ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধান মনিটরিং জনাব মোঃ আঃ ছাত্তার গাজী

বিএডিসি'র অফিসার্স এসোসিয়েশনের নির্বাচনে কর্মকর্তাগণ লাইনে দাড়িয়ে ভোট প্রদান করছেন

বিএডিসি'র অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বিদায় সংবর্ধনা উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি সাবেক কৃষি সচিব জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষকে বিএডিসি'র পক্ষ থেকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম শঙ্কর ও বিএডিসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় বিএডিসি'র ডাল ও তৈল বীজ বর্ধন খামার পরিদর্শন করছেন সাবেক কৃষি সচিব জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষ, বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মো: শফিকুল ইসলাম শঙ্কর, সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুল হক ও প্রাক্তন এমপি মিসেস ফরিদুন্নাহার লাইলী এবং প্রকল্প পরিচালক জনাব মোহাম্মদ তসিম উদ্দিনসহ সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

বিএডিসি'র অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বিদায় সংবর্ধনা উপলক্ষ্যে সম্মাননা ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন সংস্থার সাবেক মহাব্যবস্থাপক (বীজ) জনাব মোঃ আজিজুল হক

বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (e-GP) প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ মোফাজ্জল হোসেন এলডিসি

জাতীয় সবজি মেলা ২০১৬ ও সবজি প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে আয়োজিত সেমিনারে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি

জাতীয় সবজি মেলা ২০১৬ ও সবজি প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এমপি

জাতীয় সবজি মেলা ২০১৬ ও সবজি প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে আ.কা.মু. গিয়াস উদ্দিন মিলকী অডিটরিয়াম চত্বরে বিএডিসি'র স্টল পরিদর্শন করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম লস্কর, কৃষি মন্ত্রণালয় ও বিএডিসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

চিত্রে বিএডিসি'র কার্যক্রম

মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সেচ কার্যক্রম

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর পক্ষে জনসংযোগ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে জনসংযোগ বিভাগ, ৪৯-৫১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
ফোন ঃ ৯৫৫২২৫৬, ৯৫৫২৩১৬, ইমেইল ঃ prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট ঃ www.badc. gov.bd, এবং প্রিন্টোলাইন, ৫১, নয়াপল্টন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।